DEPARTMENT OF SANSKRIT

Academic Year- 2019-2020

SEM 6th HONOURS

PAPER – CC13

UNIT- I

TROPIC –Indian Ontology and Epistemology **(তর্কসংগ্রহ)**

- প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে কি বোঝায়। এর সম্বন্ধ আলোচনা কর।

যদিও প্রত্যক্ষ শব্দটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ বিষয় এই ত্রিবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবুও আলোচ্য প্রশ্নে প্রত্যক্ষ বলতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষন প্রসঙ্গে আচার্য অন্নংভট্ট তার তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন **‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং’** অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং অর্থ এই উভয়ের সন্নিকর্ষ জনিত যে জ্ঞান তাই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি বুঝতে হয় এবং অর্থ বলতে ঘট, পট প্রভৃতিকেই বোঝায়। সন্নিকর্ষ বলতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থে যে সম্পর্ক তাকে বোঝায়। এমন কোন ব্যক্তির চক্ষু ইন্দ্রিয়, অর্থ ঘট এবং চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হওয়াতে তিনি ঘটের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেন। ঘট সম্বন্ধে তার এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।

প্রশ্ন ওঠে, সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। অথচ ঈশ্বরের তো ইন্দ্রিয় নেই, তাহলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বললে ঈশ্বরের জ্ঞানকে কি প্রত্যক্ষ বলা যাবে ?

এর উত্তরে বলা যায় যে গ্রন্থকার অনিত্য জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এরুপ লক্ষণ করেছেন। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হলেও তার লক্ষণ এই স্থলে গ্রন্থকারের অনভিপ্রেত।

বস্তুত এই বিতর্ক এড়াতে আচার্য গঙ্গেস উপাধ্যায় সন্নিকর্ষ লক্ষণ দিয়েছেন- **‘জ্ঞানকরণং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্’** তাৎপর্য এই যে অনুমিতিতে ব্যাপ্তি জ্ঞান করণ, উপমিতিতে সাদৃশ্য জ্ঞান করণ এবং শাব্দবোধে পদজ্ঞান করণ হওয়ায় এ তিনটি জ্ঞান জ্ঞানকরণ জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষের জ্ঞান, জ্ঞান করণ নয়, সেখানে ইন্দ্রিয় হল করণ অতএব তাই প্রমাণ।

যায় হোক প্রত্যক্ষ দুই প্রকার- নির্বিকল্পজ ও সবিকল্পক। **‘নির্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি’** । তাৎপর্য এই যে নির্বিকল্পক জ্ঞানবৃত্তি বস্তুগুলির মধ্যে পরস্পর বিশেষ্যতা বিশেষণতা জ্ঞান হয় না। কেবল তাদের স্বরূপমানের জ্ঞান হয়। যেমন **ঘটে ঘটত্বে** এই রূপ ন্যায় মতবাদ অনুসারে যখন বস্তুর স্বভাব জানা যায় তখনই বস্তুতে জ্ঞান-বুদ্ধি, উপাদান বুদ্ধি এবং উপেক্ষা বুদ্ধি হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে সেই বস্তুকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞান থেকে এই বস্তু এই প্রকার এই ধরনের কোন বোধ হয় না বলে এই জ্ঞান কোন ব্যবহারের হেতু হয় না।

প্রশ্ন হল নির্বিকল্পক জ্ঞান কি আদৌ আছে ? তার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন- **গৌরীতি বিশিষ্টজ্ঞানং বিশেষণজ্ঞানজন্যং বিশিষ্টজ্ঞানত্বাত্ দণ্ডীতি জ্ঞানবত্**। তাৎপর্য এই যে বিশেষণের জ্ঞান থেকে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। এটা গো এই জ্ঞানের বিশেষতা তিনটি। ১. বিশেষ্য গো ২. বিশেষণ গোত্ব এবং ৩. সম্বন্ধ সমবায়।সুতরাং এই জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব আছে। তাঁর পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান না হলে এই রূপ জ্ঞান হতে পারে না । এখন এই বিশেষণের জ্ঞানকে যদি বিশিষ্ট জ্ঞান বলা হয় তাহলে তাঁর পূর্বে আরও একটি বিশেষণ জ্ঞান স্বীকার করতে হবে ।কারণ এক্ষেত্রেও বিশেষণেও বিশেষণ জ্ঞান ভিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান হতে পারে না। এভাবে অনাবস্থা দোষ ঘটে। সুতরাং নির্বিকল্পক জ্ঞানকে বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করতেই হবে।

যে জ্ঞান প্রকার যুক্ত তাকে বলে সবিকল্পক জ্ঞান- **সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্।** অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে কোন নাম, জাতি প্রভৃতি বিশেষণ, কোন বিশেষ্য বা

কোন সংসর্গ। **অয়ং ঘটঃ** ইত্যাকার জ্ঞানের বিশেষ্য হয় বিশেষণ ঘটত্ব এবং সংসর্গ সমবায় তাহলে অয়ং ঘট এই জ্ঞানের প্রকার হচ্ছে ঘটত্ব। অতএব এই জ্ঞানটি হচ্ছে ঘটত্ব প্রকারক জ্ঞান। এই জ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞান- **নামজাত্যাদিবিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধাবগাহি জ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ** । তর্কসংগ্রহকার উদাহরণে বলেছেন- **ডিত্থোঽয়ম্** এখানে বিকল্প হলো নাম, **ব্রাহ্মণোঽয়ম্** এখানে বিকল্প হলো জাতি এবং **শ্যামোঽয়ম্** সেখানে বিকল্প হল গুণ।